যুগান্তর

তারিখ 28 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩০ জনের নিয়োগই ভুয়া

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক উপাচার্য প্রয়াত অধ্যাপক ড. আফতাব আহমাদ তার দু'বছরের মেয়াদকালে ১ হাজার ২২২ জনকে নিয়োগ দিয়েছেন। যার মধ্যে ২৩০ জন ভুয়া বিজ্ঞাপনে নিয়োগপ্রাপ্ত। এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় নিয়োগের কারণে বিগত ছয় বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দেড়শ' কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জোট সরকারের আমলের দুর্নীতি তদন্তে গঠিত কমিটি এ তথ্য উদঘাটন করেছে। কমিটির রিপোর্ট বুধবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করা হয়। প্রায় ৮ মাসের তদন্তে কমিটি যে দীর্ঘ ফিরিস্তি তৈরি করেছে তা থেকে তারা ১৪টি তথ্য মোটা দাগে

ভুয়া : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

## ভুয়া : নিয়োগ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উপস্থাপন করে। এগুলো হচ্ছে— ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশের দাবিটি সঠিক নয়। ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মোট ২৩০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। অধ্যাপক আফতাবের ২ বছর ১৬ দিনের কার্যকালে ৫৭৩ এডহকসহ মোট ১২২২ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি ২০০৩ সালের ৫ জুলাই যোগদানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল ছিল ৬২৮ জন। আর অধিভুক্ত কলেজ ছিল ১ হাজার ৪৩৬টি। ২০০৫ সালের ২১ জুলাই অপসারণকালে মোট জনবল ছিল ১ হাজার ৮২১ জন। আর কলেজ ছিল ১৫৬৮টি। অধিভুক্ত কলেজ বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়তি জনবল নিয়োগ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এতে আরও বলা হয়, অযৌক্তিকভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রার্থী নির্বাচনেও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। অনেককে নির্ধারিত প্রবেশন পিরিয়ড পূর্ণ হওয়ার আগেই চাকরিতে স্থায়ী করা হয়। সিনিয়র প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামার, নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, লাইব্রেরিয়ান ইত্যাদি টেকনিক্যাল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনী কমিটিতে বিশেষজ্ঞ সদস্য অন্তর্ভুক্ত না থাকায় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা পাওয়া যায়। সিনিয়র প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামারসহ কিছু টেকনিক্যাল পদে আবেদনের প্রাথমিক যোগ্যতা না থাকার পরও অযোগ্যদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উপ-রেজিস্ট্রার ও সমমানের পদে সরাসরি নিয়োগ চাকরিবিধি পরিপন্থী। এসব পদেও সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দু'জন উপ-উপাচার্য থাকা সত্ত্বেও তাদের নির্বাচনী কমিটিতে সম্পৃক্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে কোষাধ্যক্ষকে দিয়ে অধিকাংশ নির্বাচনী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই সময়ে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্তদের যে আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে তাতে সরকারি অডিট আপত্তি হয়েছে। বিশেষ করে তৎকালীন জনসংযোগ পরিচালক, অধ্যাপক ও ডিনদের নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইনক্যাম্পাস ছাত্রছাত্রীবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয় ৬টি সহকারী প্রক্টরের পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ করা হয়েছে। লেকচারার ও সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ৭২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীবিহীন ক্যাম্পাসে এটাও অপ্রয়োজনীয়। এসব পদেই কেবল ৭ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া প্রায় সব পর্যায়ে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়নের ক্ষেত্রে কমিটি বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে। প্রসঙ্গত, জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে গাজীপুর-১ আসনের এমপি আকম মোজাম্মেল হকের কার্যপ্রণালী বিধি ৭১ অনুসারে যে নোটিশ আনা হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালের ১ এপ্রিল কমিটি গঠনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেয়। ১৮ এপ্রিল তারা সিন্ডিকেটে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ খানকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অপর সদস্যরা হলেন— অপর উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ কাজী ফারুক, ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ড. এসএম আবু রায়হান।